যুগান্তর

তারিখ 18 JAN 2007
পৃষ্ঠা কলাম

ভোলায় প্রাইমারি স্কুলে ফিডিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন — যুগান্তর

ভোলায় প্রতি বছর ১ লাখ প্রাইমারি বিদ্যালয়গামী শিশু ঝরে পড়ছে

শিশুদের স্কুলগামী করতে ফিডিং চালুর দাবি

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলা জেলায় প্রাইমারি স্কুলগামী প্রায় ৩ লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় একলাখ শিশু দারিদ্র্যের কারণে প্রতি বছর ঝরে পড়ছে। আরও এক লাখ শিশু স্কুলস্বল্পতাসহ নানা কারণে স্কুলমুখী হতে পারছে না। স্কুলগামী ৩ লাখ শিশুর মধ্যে আড়াই লাখ শিশুই আসে দরিদ্র পরিবার থেকে। এসব শিশু অধিকাংশ সময় অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে আসে। অনেক শিশু দুপুর না হতেই ফিরে যায় বাড়িতে। এসব কারণে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। শিশুদের স্কুলমুখী এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিময় করতে স্কুলগুলোতে লাঞ্চ আওয়ার সরকারিভাবে মানসম্মত পুষ্টিখাদ্য বিতরণের দাবি উঠেছে। সরকারি পরিকল্পনায় এ প্রস্তাব থাকলেও গত দু'বছরে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সম্প্রতি 'কোস্ট ট্রাস্ট' নামের একটি বেসরকারি সংস্থার আহ্বানে ভোলা সদর উপজেলার কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সরকারের এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবিতে এক কিলোমিটার দীর্ঘ মানববন্ধন করেছে। ওই সময় ভোলার প্রেস ক্লাব, অভিভাবক, শিক্ষক সমিতি, কলেজ, স্কুল শিক্ষক সমিতি এ দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে। ওইদিন বিভিন্ন সংগঠনের নেতা দ্বীপজেলা ভোলায় মডেল আকারে সর্বপ্রথম স্কুল ফিডিং ব্যবস্থা চালুর দাবি জানান।

দারিদ্র্যের কারণে বিচ্ছিন্ন দ্বীপজেলা ভোলার শিক্ষার মান নিম্নগামী। স্কুলগামী শিশুরা শিশু বয়সেই অভিভাবকদের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরা ও ক্ষেতখামারের কাজে জড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার বিষয়টি তাদের কাছে গৌণ হয়ে পড়ে। পেটে ভাত না থাকলে শিক্ষা দিয়ে কি হবে— এমন মন্তব্য জেলেপাড়ার পরিবারগুলোর। ভোলার মেঘনার চরাঞ্চল এলাকায় অর্ধলক্ষ পরিবার বসবাস করে। এর এসব পরিবারের ২০ হাজার শিশু কোনদিনই শিক্ষার আলো দেখতে পায় না।

বেসরকারি উদ্যোগে এদের মাঝেমধ্যে স্কুলগামী করার চেষ্টা হলেও দারিদ্র্যের কারণে এরা ঝরে পড়ে। ভোলা জেলায় ৪২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪৯৮টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। গত বছরের হিসাবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২ লাখ ৮৯ হাজার ৭৪৩ জন। ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একটি মডেল স্কুল। এ স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থাও [illegible] শিক্ষার মান উন্নয়নে বেসরকারিভাবে ১১ [illegible] কমিউনিটি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়িতে যেন আর পড়তে না হয়, স্কুলেই সেই ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সব ব্যবস্থার মধ্যেও দারিদ্র্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। গরিব পরিবার থেকে উঠে আসা পঞ্চম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র এমরান, একই শ্রেণীর প্রথম হওয়া ছাত্রী মারজান ও জান্নাত বেগম জানায়, ওরা প্রায় না খেয়ে স্কুলে আসে। ক্ষুধার কারণে স্কুলের পড়াও ভালো লাগে না। ওই স্কুলে ফিডিং ব্যবস্থা চালুর দাবি জানায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র শরীফ, তৃতীয় শ্রেণীর মিতু, সজনাজ, রাসেলসহ সব ছাত্রছাত্রী। সহকারী শিক্ষিকা বন্দনা গাঙ্গুলী জানান, স্কুল ফিডিং ব্যবস্থা চালু করলে শিশুরা স্কুলমুখী হবে। পাশাপাশি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের দিয়ে সরকারি অতিরিক্ত কাজ করা বন্ধ রাখতে হবে। তবেই শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষকদেরও একাগ্রতা বাড়বে। একই দাবি জানান ভোলা পৌর বালিকা সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাঈদা বেগম।

ভোলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থী রোধ করতে একটি তদারকি টিম গঠনেরও দাবি উঠেছে। এক্ষেত্রে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন আছে।